DEC. 05 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া থমকে গেছে

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ থমকে গেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া। গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে বক্তব্যের কারণেই ছাত্রদলের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত হয়ে গেছে। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরাও এতে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

গত ১৭ নভেম্বর বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পিন্টু-লান্টু নেতৃত্বাধীন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয় ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরাও ছিল নতুন কমিটির অপেক্ষায়। সবাই ছুটছিল নতুন কমিটিতে স্থান পাওয়ার তদবিরে। প্রভাবশালী মন্ত্রী, বিএনপি'র শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং হাওয়া ভবনে লবিং-গ্রুপিং শুরু হয়েছিল জোরেশোরে। নতুন কমিটি কবে নাগাদ হবে, কমিটির ধরন কি হবে, কারা আসবেন নতুন নেতৃত্বে- ঘুরেফিরে এ প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হতো নেতা-কর্মীদের মুখে। তবে সকলের ধারণা ছিল আগামী ১ জানুয়ারী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নতুন কমিটি পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে বিএনপি'র নীতিনির্ধারণী মহলও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। বিএনপি'র একটি অংশ চায় ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির কার্যক্রম পুনরায় চালু করে ১ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের পর বর্তমান কমিটিকে বিদায় দিতে। অপরপক্ষে বিএনপি'র আরেকটি অংশ সরাসরি নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের পক্ষপাতী।

সূত্র জানায়, আসন্ন ঈদুল ফিতরের পর

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদল প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপি'র নেতৃবৃন্দের সাথে কমিটি নিয়ে ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের আলোচনায় বসার কথা ছিল। যাতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আগেই নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আবার ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মীর প্রত্যাশা ছিল আগামী ১ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনেই নতুন কমিটি ঘোষণা করা হোক। কিন্তু গত রবিবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে প্রদত্ত বক্তব্যে থমকে যায় ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরাও বিস্মিত ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের ধারণা, প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের কারণে কমিটি গঠনের বিষয়টি পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এ কঠোর মনোভাবের কারণে আপাতত বিএনপি'র কোন নেতা এ বিষয়টি নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কথা বলতে চাইবেন না। যার কারণে নতুন কমিটিও বিলম্বিত হবে। তবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানালেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করে সন্ত্রাসমুক্ত ছাত্র রাজনীতির ধারা চালুর ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এ বি এম মোশাররফ হোসেন ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে এ প্রতিবেদককে বলেন, ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশের মূল রাজনীতির চালিকাশক্তি। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও আমি মনে করি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করে সন্ত্রাসমুক্ত ও সুষ্ঠু ধারার ছাত্র রাজনীতি চালু করাই বর্তমান সংকট উত্তোরণের একমাত্র পথ। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি শফিউল বারী বাবু বলেন, যেহেতু এদেশের রাজনীতিতে এবং আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের ভূমিকা ব্যাপক। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, সন্ত্রাসের সংস্রব থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রয়োজন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, ছাত্র রাজনীতির মন্দ দিকটা বাদ দিতে পারলেই সুস্থ ছাত্র রাজনীতির ধারা চালু হবে। ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান নিউটন বলেন, ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাসমুক্ত হলেই কোন মহল থেকে আর ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবী উঠবে না।